আলমডাঙ্গায় পান বরজে গাঁজা চাষ, আটক-১

আলমডাঙ্গার পান বরজে দীর্ঘদিন গাঁজা গাছ চাষ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে গাঁজা চাষি সহ গাছ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে পারদুর্গাপুর গ্রাম থাকে গাঁজা চাষিকে আটক করে। আটকৃত ব্যাক্তি পারদুর্গাপুর গ্রামের মজিবার রহমানের ছেলে রুবেল ইসলাম (২৫)।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের পারদুর্গাপুর গ্রামের মজিবার রহমানের ছেলে রুবেল ইসলাম। সে পারদুর্গাপুর মাঠে দীর্ঘদিন পানের চাষ করে। এরই সুযোগে গোপনে পানের বরজে গাঁজার গাছ লাগিয়ে চাষ করে।

এ গাছের পাতা খুচরা বিক্রয় করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই আব্দুল গাফ্ফার সঙ্গীয় ফোর্স পারদুর্গাপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় ওই পান বরজ থেকে গাঁজার গাছ উদ্ধার করে। এছাড়াও গাঁজার গাছ চাষের অভিযোগে গাঁজা চাষি রুবেলকে আটক করে পুলিশ। শুক্রবার মাদক আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ।শুক্রবার সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে পাঠায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৮০ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-১

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৮০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন আরও ১ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ৪৭ জন, গাংনীতে ২২ জন, মুজিবনগর ১১ জন।

শুক্রবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য

নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ২৫৭ টি। তারমধ্যে ৮০ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫৮৯ জন। তার মধ্যে সদরে ১৯৮ জন, গাংনীতে ২৭৭ জন এবং মুজিবনগরে ১১৪ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৩৬ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৬১ জন, গাংনী ৪৬ জন ও মুজিবনগরে ২৯ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচি কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে ঋণের কিস্তি আদায় আর আর এফ এনজিওকে জরিমানা

সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে ঋণের কিস্তি আদায় করায় মেহেরপুরে আর আর এফ নামের একটি এনজিও সংস্থাকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার দুপুরের দিকে শহরের ওয়াপদা এলাকায় অবস্থিত আর আর এফ এর জোন অফিসে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলাম। এ সময় এনজিও আর আর এফ’র ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সিধান্ত মোতাবেক লকডাউন চলাকালীন সময়ে ঋণের কিস্তি আদায় না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এনজিওগুলোকে জানিয়ে দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও আর আর এফ সরকারি এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে লকডাউন চলাকালে এ পর্যন্ত ১০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা আদায় করে।
এদিকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ

সেনাবাহিনী ও পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে মেহেরপুর আর আর এফ জোন অফিসে অভিযান চালানো হয়। এসমই ঋণের কিস্তি আদায়ের বিষয়টি সত্যি প্রমাণিত হওয়ায় রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল) আইন ২০১৮ এর ২৫ (২) ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যশোর সেনানিবাস ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের লেঃ শাদমান ইকবাল সহ সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের ডেঙ্গু জ্বর ও মশা নিধনে অভিযান

বাড়ির আঙ্গিনা ও আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন ডেঙ্গু জ্বর হতে মুক্ত থাকুন এই শ্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে মশা নিধন ও ডেঙ্গুজ্বর রোগ প্রতিরোধে পরিষ্কার অভিযান চালানো হয়েছে।

শুক্রবার বেলা সাড়ে এগার টার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানা প্রাঙ্গণে জমে থাকা ময়লা আবর্জনা জঙ্গল কেটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের অভিভাবক পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলামের নির্দেশ ও সরাসরি অংশগ্রহণে অত্র জেলার প্রত্যেকটি পুলিশ ইউনিটে একযোগে মশা নিধন ও ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ পরিস্কার পরিছন্নতা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।পুলিশ সুপারের কার্যালয়, বাসভবন ও চুয়াডাঙ্গা থানা কম্পাউন্ড এলাকা পরিস্কার পরিছন্নতার তদারকি ও অংশগ্রহণ করেন।

এসময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম বলেন এডিস মশার জন্ম হয় জমে থাকা পানিতে। সপ্তাহে অন্তত এক দিন বাড়ি এবং বাড়ির চারদিক দেখতে হবে। কোথাও কোনো পাত্রে পানি জমে আছে কি না, যদি থাকে, তাহলে তা ফেলে দিতে হবে বা পরিষ্কার করতে হবে। যদি পাত্রটি এমন হয় যে পানি ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না, তাহলে সেখানে ব্লিচিং পাউডার বা লবণ দিতে হবে। বাড়ির পাশে কোনো নির্মাণাধীন ভবন

থাকলে, সেটির মালিককে সামাজিকভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে যেন বাড়িতে মশা জন্মানোর স্থান তৈরি না করেন। পরিশেষে, পুলিশ সুপার মহোদয় চুয়াডাঙ্গাসহ সারাদেশ বাসিকে মশা নিধন ও ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধে নিজ উদ্যোগে আবাসিক এলাকাসমূহ পরিস্কার পরিছন্নতার আহব্বান জানান।

উক্ত মশা নিধন অভিযানে আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোঃ আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম, সহকারি পুলিশ সুপার (শিক্ষানবীশ) মোঃ সাজিদ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খানসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের কর্মকর্তাবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গা সদরের বিভিন্ন স্থানে সরকার ঘোষিত লকডাউন কার্যকর ও বাস্তবায়ন করতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শুক্রবার সাড়ে এগারোটার সময় সরোজগঞ্জ বাজার সুবদিয়া,ডিঙ্গেদহ এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৮৮ ধারায় ৭টি মামলায় ৯ জনকে সর্বমোট ১০৫০/- অর্থদন্ড প্রদান করেন ।

এসময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোঃ সাদিকুর রহমান মাস্ক বিতরণ সহ গরীব চা দোকানীদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগীতা করেন মোঃ সোবহান আলী, পেশকার, মোবাইল কোর্ট ও সদর থানা পুলিশ। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন চুুুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান আজ সহযোগিতায় মোঃ সোবহান আলী, পেশকার, মোবাইল কোর্ট ও সরোজগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের চৌকস দল। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে।

নামাজে ইকামত দেওয়ায় হামলা, নিহত এক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পুটিয়া গ্রামের স্থানীয় মসজিদে নামাজের সময় ইকামত দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় মোদচ্ছের হোসেন
(৫০) নামের এক কৃষক নিহত ও তারই চাচাত ভাই ওহিদ হোসেন এবং ভাতিজা ইউনুস হোসেন আহত হয়েছেন। নিহত মোদাচ্ছের একই গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে।

শুক্রবার (৩০ জুলাই) সকাল ৮টার দিকে পুটিয়া বউ বাজার এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেল অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার জানান, ঝিনাইদহের পুটিয়া গ্রামের মসজিদে গতরাতে এশার নামাজের সময় মুয়াজ্জিন না থাকার কারণে স্থানীয় মুসল্লী জাহিদ হোসেন ইকামত দেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মাতব্বর জাফর হোসেনের সাথে মোদাচ্ছেরের তর্ক-বির্তক হয়। গত রাতের ঘটনার জের ধরে শুক্রবার (৩০ জুলাই) সকালে ঐ গ্রামের বউ বাজারে মোদাচ্ছের ও তার ভাই-ভাতিজা গল্প করছিলো। এ সময় জাফর গ্রুপের লোকজন এসে রামদা- চাপাতি নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়। এ হামলায় ঘটনাস্থলে কৃষক মোদাচ্ছের হোসেন নিহত ও তার চাচাত ভাই ওহিদ হোসেন এবং ভাতিজা ইউনুস আলী মারাত্বক জখম হন।

তিনি আরও জানান, হামলার পর স্থানীয় লোকজন আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। নিহতের মরদেহ পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় দু-গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। জড়িতদের আটক করতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, অতর্কিতভাবে এই গ্রামের জাফর গ্রুপের লোকজন এসে গ্রাম্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে মোদাচ্ছেরকে হত্যা করেছে ও তারই ভাই-ভাতিজাকে কুপিয়ে জখম করেছে। তারা এ ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবি করেছেন।

এদিকে সদর হাসপাতালের দায়িত্বরত চিকিৎসক ডাঃ ফাল্গুনি রানী সাহা জানান, আজ সকালে পুটিয়া গ্রাম থেকে তিনজন জখমী রোগী আসলে পথেই মোদাচ্ছের হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি দুজনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের অবস্থা এখন কিছুটা উন্নতির দিকে।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ৮ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত আট জনের মৃত্যু হয়েছে। কুষ্টিয়ার করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে করোনায় আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ জুলাই) সকাল ৮টা থেকে শুক্রবার (৩০ জুলাই) সকাল ৮টা পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। ৮ জনই করোনা শনাক্ত ছিলেন।

একই সময়ে ৩৫০টি নমুনা পরীক্ষায় ১৪৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ৪২ শতাংশ।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. ডা. আব্দুল মোমেন জানান, কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেডেট জেনারেল হাসপাতালের ২০০ বেডে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে সকাল ৯টা পর্যন্ত রোগী ভর্তি রয়েছেন ২১৪ জন।

এর মধ্যে করোনা নিয়ে ভর্তি রয়েছেন ১৭১ জন এবং ৪৩ জন উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন। ৭০ শতাংশ রোগীর অক্সিজেন প্রয়োজন হচ্ছে।

এছাড়াও গত ২৪ ঘন্টায় আরও ১৪৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। নমুনা

পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার গতদিনের চেয়ে বেড়ে ৪১ শতাংশ হয়েছে। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ২৬৩ জন করোনা রোগী।

গত ৭ দিনেই কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১ হাজার ৩২৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত শুধুমাত্র করোনা আক্রান্ত হয়ে ৫৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এ দিকে, ১৪ দিনের লকডাউনের অষ্টম দিনে শহরের প্রবেশ পথগুলোতে পুলিশ চেকপোস্ট বসিয়ে মানুষকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী জেলার কাঁচা বাজারগুলো সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত খোলা রাখা হচ্ছে।

মেহেরপুরে নতুন আরও ৩৬ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-৩

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৩৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন আরও ৩ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ২৬ জন, গাংনীতে ০৪ জন, মুজিবনগর ০৬ জন।

বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১০৬ টি। তারমধ্যে ৩৬ জন করোনা পজিটিভ।

মৃতদের পরিচয়-মেহেরপুর সোনাপুর গ্রামের নাজির আলী (৫০), কবিতা (৩৭), মুজিবনগর গোপালপুর গ্রামের আঃ মালেক (৫৮)।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়-মেহেরপুর কোলা গ্রামের মুন্নি খাতুন (২৭),ওসমান গনী (৩৬),ইসলামনগর গ্রামের শাহানা পারভীন (৩১),নুর আলম (৭০),ওজিফা (৪০),গোরস্থান পাড়ার মেহেনাজ পারভীন (৪৯),শরিফ (৬১),আঃ মালেক (৬৫),নতুন পাড়ার শুভ (৩২),শরিফ উদ্দাম (৭২),স্টেডিয়াম পাড়ার হায়দার আলী (৫২),পাটকেলপোতা গ্রামের মন্জুরা খাতুন (২৬),কাঁসারী পাড়ার সাইদুর রহমান

(৩৫),আমঝুপি গ্রামের হাশেম আলী (৬০),আরজিনা (৪৬),নুর নাহার (৫০),কাশ্বপপাড়ার সাবিকুন্নাহার মিম (১৯),আনোয়ারা খাতুন (৪০),ময়ামারি গ্রামের মাসুদ রানা (৩৫),শ্যামপুর গ্রামের সুমাইয়া খাতুন (২২),বন্দর গ্রামের মমতা (৪৫),পিরোজপুর গ্রামের শিরিনা (৫৫),ট্যাংরামারি গ্রামের শাহানারা (৬০),পিরোজপুর গ্রামের জামাত আলী ,সুবিদপুর গ্রামের মোজাম্মেল (৭০),গোভিপুর গ্রামের শাহাবুল (৪৫)।

গাংনী নিত্যনন্দপুর গ্রামের প্রেমা (১৯),তৃপ্তি (৩৫),করমদি গ্রামের সামসুল আলম (৭৫),ধলা গ্রামের আমজাদ আলী (৬০)।

মুজিবনগর খানপুর দারিয়াপুর গ্রামের সাইয়াজ উদ্দিন (৩৫),আয়াজ উদ্দিন (৭০),মায়া (১৩),যতারপুর গ্রামের আকবর আলী (৬০),কোমরপুর গ্রামের আফিয়া আক্তার বকুল (৩৫),গোপালপুর গ্রামের মজিদুল (৫৫)।

সৎ ছেলের অস্ত্রের আঘাতে সৎ মা যখম

সৎ ছেলের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন নুরাছন খাতুন (৪০) নামের এক মহিলা। বৃহস্পতিবার সন্ধায় ওই মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে তারই সতীনের ছেলে আলাউদ্দিন ।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে। নুরেছন খাতুন ভাটপাড়া গ্রামের আফেল উদ্দিনের স্ত্রী।

আহত নুরাছন খাতুন জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। এ সময় তার সতীনের ছেলে আলাউদ্দিন আমাকে কিছু না বলেই কিল ঘুষি লাথি মারতে থাকে। আমি তার মার খেয়ে উঠানে পড়ে যাই। এ সময় ঘর থেকে ধারালো হাসুয়া নিয়ে তোকে আজ খুন করে ফেলবো এই বলে ধারালো হাসুয়া দিয়ে আমার শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করলে আমার প্রাণ বাঁচাতে চিৎকার করি। আমার চিৎকারে এলাকার লোকজন ছুটে

আসে। তার আগেই আমাকে তার হাতের হাসুয়া দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে কোপ মারে।পরে স্থানীয়রা ছুটে আসলে আলাউদ্দিন হাসুয়া ফেলে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, নুরেছন খাতুনের চিৎকারে আমরা ছুটে যেয়ে দেখি আলাউদ্দিন তাকে একটি হাসুয়া দিয়ে মারধর করছে। আমরা আলাউদ্দিনকে ঠেকানোর চেষ্টা করি এবং নুরেছন খাতুন কে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করি। নুরেছন খাতুনের ভাই আবেদ আলী জানান,আমার বোনকে আলাউদ্দিন হাসুয়া দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে। আমরা তার চিকিৎসার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছি। আমার বোন নুরাছন খাতুন ও আলাউদ্দিন সম্পর্কে সৎ ছেলে ও সৎ মা। তাদের বসবাস একই বাড়িতে হলেও সংসারে পৃথক। উল্লেখযোগ্য কোনো দোষ ছাড়াই আমার বোনকে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে।।

আহত নুরেছন খাতুন এর স্বামী আফেল উদ্দিন জানান, আলাউদ্দিন আমার প্রথম স্ত্রীর বড় ছেলে। তারা খুব ছোট থাকতেই নুরেছন খাতুন কে আমি দ্বিতীয় বিয়ে করি। কয়েক বছর আগে আমার প্রথম স্ত্রী স্ট্রোক হয়ে মারা যায়। আমরা সকলে একই জায়গায় বসবাস করি । আজ হঠাৎ আমার স্ত্রীকে মারধর করে আমার বড় ছেলে আলাউদ্দিন। তবে কি কারণে মারধর করেছে তা জানিনা।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) বজলুর রহমান জানান্ এবিষয়ে কোনো অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় একই ব্যক্তিকে দুইবার টিকা প্রদান

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কোভিড-১৯ টিকাকেন্দ্রে একই ব্যক্তিকে ১০ মিনিটের ব্যবধানে দুইবার টিকা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স টিকাকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, খোকসা উপজেলার বুজরুক মির্জাপুর গ্রামের মো. বাশারুজ্জামান (৩৮) বৃহস্পতিবার দুপুরে টিকার কার্ড নিয়ে নির্ধারিত কক্ষে টিকা নিতে যান। এ সময় কর্তব্যরত নার্স তাকে টিকা দেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তাকে পুনরায় ডেকে আবার টিকা দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে টিকাগ্রহণকারী বাশারুজ্জামান বলেন, ‘আমি তো নিয়ম জানি না। কাগজ নিয়ে টিকা কেন্দ্রে আসছি। নার্স আমাকে একটা টিকা দিলেন। পরে এসে আবার আমাকে ডেকে নার্স আরেকবার টিকা দিয়েছে। পরে নার্সকে বলেছি টিকা কি দুটো করে নিতে হয়। তখন নার্স বলেন দুইটা হবে কেন? একটা ডোজ এখন আবার পরবর্তীতে আরেকটি।

খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেন, এর জন্য টিকা গ্রহণ করা ব্যক্তিই দায়ী। তিনি কেন বলেন নাই যে তাকে টিকা দেওয়া হয়েছে। তবে দুইবার টিকা দেওয়া হলেও কোনো সমস্যা হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।